প্রশ্ন–২ বাংলা স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণের পরিচয় এবং শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: স্বরধ্বনি হলো এমন ধ্বনি, যা অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হতে পারে। এটি মুখের ভেতর বাতাসের কোনো বাধা ছাড়াই বের হয় এবং শব্দের মূল প্রাণ বহন করে। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি, এবং এর লিখিত প্রতীক হলো ১১টি স্বরবর্ণ। স্বরধ্বনিকে উচ্চারণের সময়কাল বা মাত্রা অনুযায়ী হ্রস্বস্বর (সংক্ষিপ্ত) এবং দীর্ঘস্বর (দীর্ঘ) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

শ্রেণিবিভাগ:

হ্রস্বস্বর (সংক্ষিপ্ত): অ, ই, উ, এ, ও

দীর্ঘস্বর: আ, ঈ, ঊ, ঋ, ঌ

উচ্চারণস্থানের ভিত্তিতে:

কণ্ঠ্য: গলা থেকে উচ্চারিত

তালব্য: তালু থেকে উচ্চারিত

ওষ্ঠ্য: ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণের ঠিক বোঝাপড়া শিক্ষার্থীদের শব্দের ঠিক উচ্চারণ ও বানান আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। উচ্চারণের সময়কাল ও উচ্চারণস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ শিক্ষার্থীদের ধ্বনি বৈচিত্র্য বোঝাতে গুরুতপূণ ভমিকা রাখে।

প্রশ্ন–৩ ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? উচ্চারণস্থানের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের বিভাগগুলো উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর: ব্যঞ্জনধ্বনি হলো সেই ধ্বনি, যা উচ্চারণের সময় ফুসফুসের বাতাস মুখের ভেতর আংশিক বা সম্পূর্ণ বাধা পেয়ে বের হয়। এই ধ্বনিগুলো স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না। বাংলা ভাষায় মূল ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯টি। উচ্চারণের স্থানের ওপর ভিত্তি করে এগুলোকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

উচ্চারণস্থান অনুসারে বিভাগ:

বর্গ	উদাহরণ
কণ্ঠ্য (ক-বর্গ)	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
তালব্য (চ-বর্গ)	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
মূর্ধন্য (ট-বর্গ)	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
দন্ত্য (ত-বর্গ)	ত, থ, দ, ধ, ন
ওষ্ঠ্য (প-বর্গ)	প, ফ, ব, ভ, ম

ব্যঞ্জনবর্ণের এই বিভাগ শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ ও শব্দগঠন শেখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন–৪ স্পর্শ বা বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ কি? ক থেকে ম পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থান ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ক থেকে ম পর্যন্ত মোট ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণকে স্পর্শ বা বর্গীয় বর্ণ বলা হয়। এই বর্ণগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো উচ্চারণের সময় জিহ্বা বা মুখের অংশ স্পর্শ করে। স্পর্শ বর্ণের মাধ্যমে শব্দের সঠিক উচ্চারণ নিশ্চিত হয় এবং ধ্বনিগত শুদ্ধতা বজায় থাকে।

বর্গ অনুসারে বর্ণ:

ক-বর্গ: ক, খ, গ, ঘ, ঙ

চ-বর্গ: চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

ট-বর্গ: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

ত-বর্গ: ত, থ, দ, ধ, ন

প-বর্গ: প, ফ, ব, ভ, ম

প্রশ্ন–৫ অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি কি? উদাহরণসহ পার্থক্য আলোচনা করো।

উত্তর: উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের ওপর ভিত্তি করে ব্যঞ্জনধ্বনিকে অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ– এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি হলো– যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের চাপ কম থাকে। উদাহরণ: ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।
মহাপ্রাণ ধ্বনি হলো– যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাসের চাপ বেশি থাকে এবং জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়।
উদাহরণ: খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ।
এই দুই ধরনের ধ্বনির পার্থক্য শব্দের প্রাণ, তীব্রতা এবং স্পন্দন নির্ধারণ করে। সঠিক উচ্চারণের জন্য এগুলোর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন–৬ ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি কি? উদাহরণসহ শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: গলার ভেতরের স্বরতন্ত্রী কাঁপে কি কাঁপে না, তার ওপর ভিত্তি করে ধ্বনিগুলো ঘোষ এবং অঘোষে ভাগ করা হয়েছে। অঘোষ ধ্বনি হলো– যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না। উদাহরণ: ক, খ, চ, ছ, ট। ঘোষ ধ্বনি হলো যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কেঁপে ওঠে এবং শব্দে কম্পন তৈরি করে। উদাহরণ: গ, ঘ, জ, ঝ, ড। ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনির সঠিক ব্যবহার শব্দের স্বরবৈচিত্র্য বজায় রাখে এবং উচ্চারণের পাণ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন–৭ কার, ফলা ও যুক্তবর্ণ কি? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তর: কার হলো স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন, যা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে শব্দের সঠিক উচ্চারণ নির্দেশ করে। উদাহরণ: আ-কার (া), ই-কার (ি)।
ফলা হলো ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়ে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ তৈরি করে। উদাহরণ: য– (্য) ফলা, র– (্র) ফলা।
যুক্তবর্ণ হলো একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণের মিলিত রূপ, যা নতুন ধ্বনি বা শব্দ সৃষ্টি করে। উদাহরণ: দ + ন = ন্ধ, ক + ষ = ক্ষ।
কার, ফলা ও যুক্তবর্ণের সঠিক ব্যবহার বাংলা বানান ও উচ্চারণে নিখুঁততা বজায় রাখে। শিক্ষার্থীরা এগুলো আয়ত্ত করলে লিখন ও উচ্চারণ দুটোই সঠিকভাবে শিখতে পারে।

NABARUN PUBLICATION